সরস্বতী পূজার আগে কুল খাওয়া কেন বারণ?

সরস্বতী দেবীকে তুষ্ট করার জন্য মহামুনি ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে তপস্য করেছিল। তপস্যা শুরুর পূর্বে তার তপস্য স্থলের কাছে একটি কুল বীজ রেখে সর্ত দেয়া হলো, এই কুলবীজ অংকুরিত হয়ে চারা, চারা থেকে বড় গাছ, বড় গাছে ফুল থেকে নতুন কুল হবে। যেদিন সেই কুল পেকে ব্যাসদেবের মাথায় পতিত হবে, সেই দিন তার তপস্য পূর্ণ হবে বা সরস্বতী দেবীকে তুষ্ট হবে। ব্যাসদেবও সেই সর্ত মেনে নিয়ে তপস্যা শুরু করলেন। ধীরে ধীরে বেশ কয়েক বছর এই কুলবীজ অংকুরিত হয়ে চারা, চারা থেকে বড় গাছ, বড় গাছে ফুল থেকে নতুন কুল হয় এবং একদিন তা পেকে ব্যাসদেবের মাথায় পতিত হয়, তখন ব্যাসদেব বুঝতে পারে যে, সরস্বতী দেবী তার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন (কুল বা বরই এর আর এক নাম বদ্রী, তপস্যার সাথে বদ্রী এর সম্পর্ক থাকায় ঐ জায়গার নাম বদরিকাশ্রম নামে প্রচার হয়ে যায়)।
দিনটি ছিল শ্রীপঞ্চমীর দিন। সেদিন বেদমাতা সরস্বতী কে বদ্রী/কুল ফল নিবেদন করে অর্চণা করে তিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা আরম্ভ করেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী দেবী তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই সেই দিনের আগে আমরা কুল ভক্ষণ করি না। শ্রীপঞ্চমীর দিন সরস্বতী দেবীকে কুল নিবেদন করার পরেই কুল ভক্ষণ করি।....
স্খাস্থ্যগত কারণেও সরস্বতী পূজার আগে কুল খাওয়া ঠিক না। কারণ মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে কুল কাচা বা কশযুক্ত থাকে। কাচা বা কশযুক্ত কুল খেলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। ....হাজার হাজার বছর পূর্বে আমার ধর্ম যা বলে গেছে, আজ বিজ্ঞান গবেষনা করে তার সত্যতা পাচ্ছে।
একটু অন্য তথ্য জানাযাক
.
শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে বহু বচনের মধ্যে একটি এই-বার্ত্তাকু কার্তিকে বর্জ্যং মূলং বা বদরং মাঘে। চৈত্রে শিম্বী পুনস্তুম্বী ভাদ্রে বর্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ।।–দ্বিজাতিগণ কার্তিকে বেগুন মাঘে মূলা বা কুল চৈত্রে শিম এবং ভাদ্রে গোলাকার লাউ ভক্ষণ করিবেন না।অতএব দ্বিজাতি ভিন্নের কোনো নিষেধ নাই এবং দ্বিজাতির ও মাঘে মূলা অথবা কুল এর যেকোন একটি নিষিদ্ধ, সরস্বতী পূজার আগে কথা নয়। কারণ সরস্বতী পূজা ফাল্গুনেও হতে পারে।তবে লোকাচারে কেউ সরস্বতী পূজার আগে কুল খান না।